যুগান্তর

12 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জাবিতে আবাসিক হলগুলোর অতিথি কক্ষ ছাত্রলীগের অফিস

ছাত্র অতিথি সবাই বিব্রত

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলোর অতিথি কক্ষগুলো ছাত্রলীগের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে ছাত্রদের কাছে আসা অতিথি বিশেষ করে মহিলা অতিথিরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ছেন। ফলে দূর থেকে ক্যাম্পাসে আসা অতিথিদের বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি ছাত্র হলের (বর্ধিতসহ) সবক'টিতে রয়েছে অতিথি কক্ষ। এ হলগুলোতে ৩৪২৪টি আসনে বর্তমানে সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র বসবাস করছে। প্রতিটি হলে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০-২৫ জন অতিথি আসে। অতিথিরা পুরুষ হলে সাধারণত ছাত্ররা তাদের নিজ কক্ষে নিয়ে যায়। তবে মহিলা হলে পড়তে হয় বিপদে। কারণ অতিথি কক্ষগুলো প্রায় সবসময় থাকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের কর্মীদের দখলে।

ছাত্রলীগ কর্মীরা বেশিরভাগ সময় হল পাহারার নামে অতিথি কক্ষগুলো নিজেদের দখলে রাখছে। রোববার বিকাল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আফম কামাল উদ্দিন হলের সামনে দেখা যায়, একজন ছাত্রের মা ও বোন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাবা গেছেন সন্তানের কক্ষ দেখতে। অতিথি কক্ষে গিয়ে দেখা গেল, কিছু জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মী বসে আড্ডা দিচ্ছে। কেউবা ধূমপান করছে, আর কেউ ফিসফিস করে মোবাইলে কথা বলছে। আর কয়েকজন এক কোনায় বসে তাস খেলছে। তাই হলের বাইরে ওই মা ও মেয়ের অপেক্ষা।

শুধু কামালউদ্দিন হল নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র হলের অতিথি কক্ষগুলোর অবস্থা একরকম। অতিথি কক্ষগুলো এভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দখলে। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন অতিথি কক্ষগুলো চলে যায় সে দলের দখলে।

এছাড়া অনেক সময় অতিথি কক্ষগুলো ব্যবহার করা হয় ছাত্র নেতাদের টর্চার সেল হিসেবে। শুধু ছাত্র হলগুলোই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের অনেক অতিথি কক্ষও ব্যবহার করা হয় আড্ডার কাজে। বেশিরভাগ সময় হলে আগত অতিথিরা এই কক্ষে প্রবেশ করতে পারে না। কক্ষগুলো থাকে জুটিদের দখলে। তাই এসব অতিথি কক্ষে অভিভাবক বা কোন অতিথিকে নিয়ে সহজে প্রবেশ করে না কোন ছাত্রী।

মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় জাহানারা ইমাম হলের অতিথি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, এক ছাত্রী তার বন্ধুকে নিয়ে বসে আছে। তাই অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছে না। তাই হলের বাইরে মাঠে নিয়ে বসতে দিতে হয় অতিথিদের। নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী বলেন, আমার ছোট ভাই একটি হলে থাকে। গত মাসে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে অতিথি কক্ষে দেখতে গেতে পারিনি। তাই তাকে তার

অফিস : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

অফিস : অতিথি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বন্ধুদের সহযোগিতায় হলের বাইরে নিয়ে এসে খোঁজ-খবর নেই। এছাড়া আমাদের হলের অতিথি কক্ষটিও সব সময় থাকে সিনিয়র আপুদের দখলে। সেখানে সাধারণত কোন অতিথি প্রবেশ করেন না।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কমিটির সভাপতি ও বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, আগের চেয়ে এ পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। একদিনেই তো আর সব পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। প্রভোস্টদের বলে এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।